আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার

একুশ

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

Ekush (Bengali Community Newspaper)Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 13, November 18, 2007 ▲ www.ekush.info ▲ ১৮ নভেম্বর ২০০৭ রবিবার ▲ ৬ জিলকদ ১৪২৮ ▲ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

উপকূলে কান্নার রোল: সিডর তাণ্ডবে নিহতের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়ালো

১৫ জেলা বিধ্বস্ত ঃ লাশের সংখ্যা বাড়ছেই ঃ এ যেন মহাপ্রলয় ঃ নিহত ৩ হাজার ঃ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল পিরোজপুর বাগেরহাট ও খুলনা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট ও খুলনার উপকূল জুড়ে এখন শুধু লাশ আর লাশ। সর্বত্রই ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর আর কান্নার রোল। উপকূলে যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। ঘূর্ণিঝড়ে এ অঞ্চলের ১৫টি জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক হাজার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাশের সংখ্যা বাড়ছে। গতরাত ১১টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী ১১৩৩টি লাশ উদ্বার হয়েছে। মৎস্যজীবীসহ বহু লোক এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ঘরবাড়ি যে কত বিধ্বস্ত হয়েছে তার কোনো সঠিক হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাছপালা, বন। মারা গেছে গবাদিপশুসহ জীবজন্তু। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে সুন্দরবন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সুন্দরবনের বাঘ, হরিণসহ পশুপাখি এবং গাছপালা ব্যাপক হারে ধ্বংসের শিকার হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সারাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। এ অবস্থা স্বাভাবিক হতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। সারাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্রও পাওয়া যাচ্ছে না।

এ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবিরের

লস এঞ্জেলেস সফর অনিবার্য কারণবশতঃ স্থগিত। পরবর্তীতে সফরসূচী ঘোষনা করা হবে।

প্রসঙ্গ ঃ আইমানের আইন

আইমানের আইন প্রণয়নে একটি মহতী প্রচেষ্ঠা

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

আইমানের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং আইমান পরিবারের হৃদয় বিদারক পরিণতিতে শোক প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ''অল্পশোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর''। এই ভয়াবহ দুসংবাদের আঘাতে লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী সমাজ তথা প্রতিটি অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ আজ পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অধিক শোকে পাথর হইয়া নিশ্চুপ হইয়া যাওয়াতে কোন সমস্যার সমাধান হয় না বরং সমস্যা বাড়িয়াই যায়। হৃদয়ের দুঃখ-যন্ত্রণাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, প্রচন্ড যন্ত্রণা বর্হিপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া না পাইলে মানুষের মনোবৈকল্য উপস্থিত হয়। এই মনোবৈকল্য সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি কাহারো কোন উপকার সাধন করে না।

▶পৃ..২

ক্রন্দনরত আইমান আরিফের পিতা আমির আরিফের সাথে মানববন্ধন সমন্বয়কারীদের একজন শফিউল আলম বাবু। ছবি-একুশ

''আইমান'স ল'' প্রণয়নের দাবি

অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি:

২৮ অক্টোবর, ২০০৭, রবিবার ভ্যান নাইসের সারম্যান ওয়ে যেখানে রোড রেইজের শিকার হয়ে প্রাণ হারালো আইমান, সেই স্থানে দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত শত শত মানুষের একটা দাবি ছিলো আর কোন আইমানের যেনো রোড রেইজের শিকার হতে না হয়, তার জন্য ''আইমান'স ল'' প্রণয়নের দাবিতে বাঙালি কমিউনিটির লোকদের পাশাপাশি স্প্যানিশ, স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন সমাগত হয়ে মানব বন্ধনে সামিল হয়েছিলো। একটাই দাবি ছিলো ''সেইভ লাইফ'' আইমান'স ল। মানববন্ধন ও শ্লোগানে শ্লোগানে আইন প্রণয়নের দাবি ও অপরাধীদের শাস্তি দাবি জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে গত ১০ অক্টোবর রোড রেইজের শিকার হয়ে আইমান (৫) প্রাণ হারায়। আইমানের মা সাদিয়া আরিফ স্বাতী একটা পা হারিয়ে বর্তমানে নর্থরীজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং আইমানের ছোট বোন ইকরা মাথায় আঘাত পেলে বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপাচারের পর হাসপাতাল থেকে সপ্তাহ খানিক আগে ছাড়া পেয়ে বর্তমানে চাচা-চাচীর কাছে রয়েছে। রোড রেইজের নির্মম

▶পৃ..২

রোড রেইজের বিরুদ্ধে আইমান'স ল প্রণয়নের দাবিতে মানববন্ধন

একুশ রিপোর্ট

লস এঞ্জেলেসে রোড রেইজের শিকার নিরীহ বাংলাদেশী পরিবারের মধ্যে সাড়ে পাঁচ বছরের ছেলে আইমানের মৃত্যুতে একুশ-এর প্রেরণায় বৃহত্তর লস এঞ্জেলেসের প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে গত ২৮ অক্টোবর দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়ে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন ও দাবি প্রদর্শন করে। শুধু বাংলাদেশী নয়, তাদের আহ্বানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জাতির মানুষ এই মানববন্ধনে শরীক হয়। স্প্যানিশ, ককেশিয়ান মানুষ তাদের প্রাণের দাবি তাদের সন্তানদের বাঁচার নিশ্চয়তায় রোড রেইজের বিরুদ্ধে সমর্থন দিয়ে ''আইমান'স ল'' প্রণয়নের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও টিভি মিডিয়া একত্রিত হয়ে মানববন্ধনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। দেশীয় স্টাইলে একদল মানুষ আবেগে শ্লোগান মুখর হয়ে ওঠে। রাস্তার দু'ধারে চলমান গাড়ি থেকে সমর্থন যুক্ত হর্ণ বাজতে থাকে। প্রবাসী কর্তৃক এ ধরণের কার্যক্রম এটাই প্রথম। একুশ মেয়রসহ কংগ্রেসম্যান ব্রাড শারম্যানের কাছে রোড রেইজের বিরুদ্ধে আইমান'স ল

প্রণয়নের দাবি লিখিত আকারে জানিয়েছেন এবং তাদের সমর্থন পাওয়া গেছে। আগামী ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ এ মামলার শুনানী দিন ধার্য করা হয়েছে। সেইদিন ভ্যান নাইস কোর্টের সামনে আবারও ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে দাবি প্রদর্শন করা হবে বলে কর্মসূচীর সমন্বয়কারীবৃন্দ জানিয়েছে। উল্লেখ্য যে, রোড রেইজে আইমানের মৃত্যুর জন্য দায়ীদ্বয় আরমান্ডো গাম্বোয়া (১৯) ও ব্রায়ান গিলবার্ট (৪৪)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামী ৩ ডিসেম্বর তাদের প্রথম হিয়ারিং। উভয়ই নিজেদেরকে নির্দোষ হিসাবে দাবি করেছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে উক্ত দিন সকাল ৮টায় কোর্টের সামনে উপস্থিত থেকে নির্মমতার বিরুদ্ধে তথা বাংলাদেশী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন সমন্বয়কারীবৃন্দ। এদেশে কোন আইন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রয়েছে। সেইভাবে অগ্রসর হওয়ার সকল প্রক্রিয়া

অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকবৃন্দ বদ্ধ পরিকর। তার জন্য দাবির পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালু হবে আইমান'স ল পাশ করানোর লবিং করার ক্ষেত্রে।

দুর্ঘটনায় পতিত মা ও মেয়ে দুজনে আশংকামুক্ত হয়েছে। ৩ মাসের শিশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং মায়ের বাম পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। দুর্ঘটনার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে থাকতে হবে। ক্ষতসমূহ সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত নর্থরীজ হাসপাতালে থাকতে হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ।

আইমানের কুলখানিতে মার বুকফাটা আর্তনাদ: আমার আইমনকে ফিরিয়ে দাও

আইমান ওয়াকার আরিফ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন গঠিত

লস এঞ্জেলেস, নভেম্বর ১৮, ২০০৭: আইমান আরিফের কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আগত আইমানের নানা সৈয়দ হাবিবুর রহমান দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। আইমানের স্মৃতি রক্ষা ও দুস্থ প্রবাসীদের সাহায্য করার উদ্দেশে আইমানের পরিবারের উদ্যোগে আইমান ওয়াকার আরিফ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এলএ ইউনিফাইড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ও আমির আরিফের কর্মস্থল হতে প্রাথমিক অনুদান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। যার পরিমান ৫০ হাজার ডলারের উপরে ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। আইমানের মা সৈয়দা আরিফা আরিফ নর্থরীজ হাসপাতালের IFL রিহ্যাব সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছেন।

একটি নোবেল পুরস্কারও লস এঞ্জেলেসের শতধা বিভক্ত প্রবাসী বাংলাদেশীদের একতাবদ্ধ করতে পারলো না।

নোবেল বিজয়ীর দু'রকম সম্বর্ধনা

বিশেষ প্রতিনিধি:

লস এঞ্জেলেসের উইলশায়ার প্লাজা হোটেলে সদা-হাসোজ্জল বিশ্ব-আইকন ড: মুহম্মদ ইউনূস। ছবি-একুশ

গত ২০ ও ২২ অক্টোবর, ২০০৭ ম্যালাবু ও লস এঞ্জেলেস শহরে বাংলাদেশের গৌরব শান্তির জন্য নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ডঃ মুহম্মদ ইউনূসের সম্মানার্থে পর পর দু'টি সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ম্যালাবু শহরে পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্যে এক গৌরবান্বিত অধ্যায়। অন্যদিকে লস এঞ্জেলেসের উইলশায়ার প্লাজা হোটেলে আমাদের দেশবাসীদের আয়োজিত সম্বর্ধনায় উপস্থিত হয়ে আমাদের অনেকটা আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়েছে । কেন ?
এই বিষয়টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই আলোচ্য নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

একুশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পেপারডাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ ইউনূসের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ড. কাজী নাসির উদ্দীন।

▶পৃ...২

প্রবাসীদের জন্য ১০০ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ছে আইসিবি

বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় প্রবাসীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের কথা ভাবছে সরকার

প্রবাসীদের জন্য ছাড়া প্রথম মিউচুয়াল এএমসিএল এনআরবি ফান্ডের লটারীতে সর্বোচ্চ সংখক লট পেয়ে লস এঞ্জেলেস প্রবাসীরা এগিয়ে:

একুশ রিপোর্ট:
বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পরেশন অফ বাংলাদেশের (আইসিবি) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কম্পানি। মূলত প্রবাসীদের জন্য ছাড়া এ মিউচুয়াল ফান্ডের আকার হবে ১০০ কোটি টাকা। গতকাল আইসিবির বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউল হক খন্দকার প্রবাসীদের জন্য ১০০ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ার বিষয়টি জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের পুজি বাজারে ভালো শেয়ারের যোগান বৃদ্ধি ও প্রবাসীদের আগ্রহ মেটাতে আইসিবি সর্ববৃহৎ মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য ১০০ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ছে আইসিবি বাংলাদেশের

▶পৃ..৩

এখন কি কম দামে বাড়ি কিনবার উপযুক্ত সময় ?

আরকার কলাম

▶পৃ..৬

রেড ক্রিসেন্টের আশঙ্কা উপকূলে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার হতে পারে

. খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষ . পচা লাশ ও মৃত গবাদিপশুর দুর্গন্ধে পরিবেশ বিপর্যয় . প্রায় তিন লাখ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে . ৮০ ভাগ দুর্গত এলাকায় পৌছেছে সেনা সদস্যরা

ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতের তৃতীয় দিন পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪২-এ দাড়িয়েছে বলে গতকাল খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাবে বলা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দাবি, এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা পৌনে তিন হাজার। এ সংখ্যা ১০ হাজারে পৌছতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম বিষয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
এদিকে গতকাল সকাল পর্যন্ত সেনা সদস্যরা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৮০টি এলাকায় পৌছতে পেরেছে বলে জানা গেছে। গতকাল আইএসপিআর আরো জানায়, বিমান বাহিনীর ১০টি হেলিকপ্টারে করে দুবলারচর, কলাপাড়া, শরণখোলা, গলাচিপা, ভাণ্ডারিয়া ও আমতলীর প্রত্যন্ত এলাকায় ২৫ মেট্রিক টন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এদিকে পচে যাওয়া লাশ আর মৃত গবাদিপশুর দুর্গন্ধে দূষিত হয়ে পড়ছে দুর্গত এলাকার পানি ও বাতাস। শুকনো জায়গা না পেয়ে যেখানে-সেখানে দাফন করা হচ্ছে লাশ। এদিকে গতকালও প্রত্যন্ত অনেক এলাকায় ত্রাণ পৌছেনি। বিশুদ্ধ পানি আর একটু খাদ্যের আশায় খোলা আকাশের নিচে দুঃসহ সময় কাটছে বেচে যাওয়া হাজার হাজার সহায়-সম্বলহীন মানুষের। চুলোয় গত তিনদিনেও হাড়ি চড়েনি– চরাঞ্চলে এমন পরিবারের সংখ্যা অনেক।

বাংলাদেশ কনসুলেট অফিস এবং আমরা

বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের রয়েছে নানামুখী তৎপরতা:

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জমি বন্টন থেকে শুরু করে সকল সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করছেন লস এঞ্জেলেস্থ কমার্শিয়াল কনসাল জনাব জাহিদুল হক। একুশের সাথে খোলামেলা সাক্ষাৎকার ঃ

একুশ ঃ আপনার দায়িত্বটা কি ?

জাহিদুল হক ঃ আমার পদবী হলো কমার্শিয়াল কাউন্সেলর। আর দায়িত্ব হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন / সম্প্রসারন ও বিদেশী বিনিয়োগের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কাজ করা।

একুশ ঃ কত বছর ধরে চাকুরী করছেন ?

জাহিদুল হক ঃ সরকারী চাকুরীতে আছি প্রায় ২০ বছর। এর মধ্যে শেষ ৩ বছর লস এঞ্জেলেসে।

▶পৃ..৭

বাংলাদেশ কনসুলেট অফিস এবং আমরা

বসবাসরত বাংলাদেশীদের মতামত।

"এককভাবে বৃহত্তম কাজ করা যায় না, প্রয়োজন হয় একতার" - স্থানীয় প্রবাসীদের সাথে আলাপচারিতা

১). প্রশ্ন ঃ আপনার প্রয়োজনে কতটুকু সাহায্য পেয়ে থাকেন লস এঞ্জেলেস বাংলাদেশ কনসুলেট অফিস থেকে ?
২). প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয়, তাঁরা এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেছেন দেশের জন্যে ?
৩). প্রশ্ন ঃ আপনার মতামত বলুন।

▶পৃ..৭

প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের কল্যাণ, সরকার প্রদত্ত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার অঙ্গিকার:

বাংলাদেশ কনসুলেট অফিস এবং আমরা

একুশের বিশেষ প্রতিবেদন

লস এঞ্জেলেস, অক্টোবর ২৭, ২০০৭: প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে রিয়্যালটি সেক্টরে বিনিয়োগ করার জন্য লস এঞ্জেলেস কনসুলেট অফিস ও ইউএস - বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে বাংলাদেশের রিয়্যাল এস্টেট এবং হাউজিং এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা কনসাল জেনারেল জনাব আবু জাফরকে (বায়ে) ক্রেষ্ট প্রদান করছেন। ছবি-একুশ

আমরা কেমন আছি।

আমরা কি করছি। আমাদের নিজ দায়িত্বের প্রতি কতটুকু নিষ্ঠাবান? ব্যক্তিগত কোন্দল ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থে এক হয়ে কাজ করার প্রতি আমাদের অঙ্গিকার। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ এবং বাংলার সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার জন্যে আমাদের দূতাবাসের কার্যক্রম। এই নিয়েই আমাদের একুশ-এর বিশেষ প্রতিবেদন।

মামুন রিয়াজী
জাহান হাসান

জনাব আবু জাফর পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক স্কুল হতে এসএসসি, পটুয়াখালি সরকারী কলেজ হতে এইচএসসি এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ স্নাতক কৃষি (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন হতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতোকত্তর ডিপ্লোমা এবং পাকিস্তান হতে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৯১ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ফরেন সার্ভিসে নিয়োজিত হন। এই বছরের প্রথম দিকে তিনি লস এঞ্জেলেস কনসুলেটে কন্সাল জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব নেন।

সম্প্রতি কনসাল জেনারেল জনাব আবু জাফরের আমাদের প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছিলেন।
একুশ ঃ একটি অত্যন্ত গরীব দেশের নাগরিক আমরা তবুও কষ্ট করে হলেও দেশের সরকার তাদের দূতাবাসকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে থাকেন বিভিন্ন দেশে, এক্ষেত্রে আমাদের স্থানীয় লস এঞ্জেলেস কনসুলেট অফিস কি করছেন ?

আবু জাফর ঃ বিদেশস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটসমূহ অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত স্বাগতিক দেশের নাগরিকদেরকে কনস্যুলার সেবা যেমন ভিসা, নতুন পাসপোর্ট প্রদান ও নবায়ন এবং তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে নানাবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া কনস্যুলেটসমূহ তার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং স্বাগতিক দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে থাকে। লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল তার ব্যতিক্রম নয়।

▶পৃ..৭

... a smart investment
5 star হোটেলের সুযোগ-সুবিধায় apartment
তাও...কক্সবাজারে!!
The Cox Today
at Cox's Bazar

বাংলাদেশে এই প্রথম AirBell আপনার স্বপ্ন পূরণে ভিন্ন Concept নিয়ে তৈরী করতে যাচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সী-বিচ সংলগ্ন Full Furnished STUDIO APARTMENT। এতে থাকবে উন্নত বিশ্বের আধুনিক হোটেল সমূহের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা। এ প্রকল্পে ৩৩৫ থেকে ১২৫০ বর্গফুটের STUDIO APARTMENT কিনে আপনি বৎসরে ৩০ দিন অবকাশ যাপন এবং বাকী দিনগুলির 5 Star হোটেলের মালিক হিসেবে নিশ্চিন্তে ভাড়া পাওয়ার নিশ্চয়তা। আসুন দেখুন এবং নিশ্চিত করুন আপনার বুকিং।

যোগাযোগ ঃ ইউএসএ ডিরেক্টর মুহিত -- (213)-446-2592

Stop Aggressive Driving. Stop Killing.